**বিমসটেক সচিবালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ঢাকা, শনিবার, ২৯ ভাদ্র ১৪২১, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

বিমসটেক সচিবালয়ের মহাসচিব, মি. সুমিত নাকান্দালা,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

 আসসালামু আলাইকুম।

“বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনোমিক কো-অপারেশন বা বিমসটেক” এর স্থায়ী সচিবালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি।

বিমসটেক সচিবালয় স্থাপনের জন্য বাংলাদেশকে নির্বাচিত করায় আমি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সরকার এবং জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি গর্ববোধ করছি যে, ১৯৯৭ সালের ৬ জুন যখন থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে বিমসটেকের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল তখনও আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলাম। আবার আমাদের সরকারের তৃতীয় মেয়াদে ঢাকায় স্থাপিত হল বিমসটেক সচিবালয়।

বিমসটেক ইতোমধ্যে অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে। এর কর্মকান্ড ও অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। শুরুতে ৪টি দেশ এর সদস্য ছিল। এখন ৭টি দেশ এর সদস্য। সহযোগিতার ক্ষেত্রও বেড়ে ৬ থেকে ১৪-তে দাঁড়িয়েছে।

এমনি প্রেক্ষাপটে ঢাকায় এর সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের সরকার সবসময়ই আঞ্চলিক সহযোগিতার উপর জোর দিয়ে আসছে। আমরা বিমসটেকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি আমাদের পররাষ্ট্রনীতির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিমসটেক প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে গভীর বোঝাপড়া ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির অন্যতম ক্ষেত্র। সংস্থাটি এ অঞ্চলের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনে এক অনন্য প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে।

বিমসটেক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যকার সেতুবন্ধন। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অভিন্নতা এবং অর্থনৈতিক পরিপূরকতা এই অঞ্চলের দেশগুলোকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

এ অঞ্চলে বিশ্বের এক পঞ্চমাংশেরও বেশি মানুষের বাস। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সম্মিলিত জিডিপি’র পরিমাণ প্রায় ২ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এখানে রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ। যার সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে এই অঞ্চলের জনগণের জীবনমানসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব। কারণ অধিকাংশ দরিদ্র মানুষই এ অঞ্চলে বসবাস করে।

আমি বিমসটেকের প্রথম মহাসচিব মি. সুমিত নাকান্দালাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তাঁকে বাংলাদেশে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস তিনি বিমসটেক সচিবালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেন এবং বিমসটেক-কে সামনে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবেন।

এ প্রেক্ষিতে আমি বিমসটেকের কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস ব্যক্ত করছি।

সুধিমন্ডলী,

বিমসটেক অঞ্চলে সহযোগিতার লক্ষ্যে চিহ্নিত ১৪টি ক্ষেত্র এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জনের জন্য আমাদেরকে সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সে লক্ষ্যে আমি আপনাদের সামনে আমার কিছু চিন্তাধারা তুলে ধরতে চাই :

প্রথমত, দারিদ্র্য বিমোচনকে আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। এ চ্যালেঞ্জকে সমন্বিতভাবে মোকাবেলা করার মাধ্যমেই আমাদের সকল অর্থনৈতিক অর্জন অর্থবহ করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, আমাদের জনসংখ্যার সিংহভাগই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছাড়াও কর্মসংস্থানের অন্যতম প্রধান উৎস হল কৃষি ও কৃষিজাত শিল্প। সেজন্য কৃষি ক্ষেত্রে সহযোগিতার উপর আমাদের আরো প্রাধান্য দিতে হবে।

তৃতীয়ত, বিমসটেক মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠন বিষয়ক কাঠামো চুক্তিটি প্রায় এক দশক আগে স্বাক্ষরিত হলেও সেটি এখনো কার্যকর করা যায়নি। পণ্য বাণিজ্য চুক্তিটি চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকলেও সেবাখাতে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সংরক্ষণ সংক্রান্ত চুক্তিগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। এই চুক্তিগুলো দ্রুত সম্পাদন করা গেলে তা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সংহতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

চতুর্থত, প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার ঘাটতি এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ তার নিকট প্রতিবেশীসহ বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আমি বিমসটেক ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড লজিসটিকস স্টাডি রিপোর্ট চূড়ান্তকরণে বিশেষ অবদানের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি, এই রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে চিহ্নিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে শীঘ্রই যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

পঞ্চমত, বিমসটেকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ক্ষেত্র হচ্ছে জ্বালানী যা এ অঞ্চলের টেকসই উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য। বিমসটেকের আওতাধীন হিমালয় বেসিন অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ এবং বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে হাইড্রো-কার্বন প্রাপ্তির অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এ অঞ্চলের জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

সবশেষে, আমি জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের জন্য আমাদের একটি শক্তিশালী ও অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। নিরাপত্তা, পর্যটন এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও আমাদের সহযোগিতার সম্পর্ক আরো বাড়াতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

আজকের দিনটি প্রকৃত অর্থেই বাংলাদেশ এবং বিমসটেকের অন্যান্য দেশগুলোর জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। ঢাকায় বিমসটেক সচিবালয় উদ্বোধনের মাধ্যমে এ অঞ্চলে সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক নতুন যাত্রার সূচনা হল। বিমসটেক সচিবালয়ের সফল উদ্বোধন আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। বিমসটেক সচিবালয় হোক বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের সাত দেশের গর্বিত অংশীদারিত্বের এক অনবদ্য প্রতিষ্ঠান - এটাই আমার প্রত্যাশা।

সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ঢাকাস্থ বিমসটেক সচিবালয়ের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---